ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১-২৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4301

আরবি হরফে বাংলা পুথিনামা : দেশি ভাষার সুলুক সন্ধান

ড. শহিদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: This article examines the practice of writing Bangla manuscripts in Arabic script, which is a lesser discussed issue in the history of Bangla language, literature and book culture in pre-modern Bengal as well as in South Asia. Abdul Karim Sahityabisharad collected a few manuscripts which were copied in the eastern part of the delta, especially from the present Chittagong district and its adjacent areas in the late nineteenth and early twentieth centuries. The present effort is to explore the different dynamic behind the creation of such manuscript and placing it in the greater context of Bengali literary culture, book culture and cultural practices that prevailed in Bengal from the seventeenth to nineteenth centuries. Primary source of this research is the manuscript collection of Bangla Academy and the Dhaka University Central Library. However, these manuscripts include diverse genres of Middle Bengali literature such as *Shariat-Nama*, *Nurnama*, *Nikah Mangal*, *Fatemar Suratnama*, *Sakina Bilap*, *Fakkarnama*, etc. The study contends that use of Arabic script for writing Bangla manuscript was not only influenced by religious instruction, but also matched the general demands of readership. The study challenges the established idea that the copying of Bangla manuscripts in Arabic script was a marginal and late phenomenon by reevaluating previous scholarly discussions on the origins, chronology, and motivations behind such scribal practice. It also intends to show how this manuscript tradition facilitated the process of vernacularization of Islamic knowledge and Perso-Arabic literary works in the eastern part of Bengal.

Key Words: Bangla Manuscripts, Arabic Script, Literary Culture, Book Culture.

যে সব বঙ্গেত জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়।

নুরনামা [১]

এই কবিতাংশের সূত্রধর হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিকের জ্ঞানজগতে কবি আবদুল হাকিম সুবিদিত। আজ থেকে চারশত বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের এলাকায় জন্ম নিয়েছিলেন বিদগ্ধ সুফি-আলেম-শায়ের আবদুল হাকিম। বিগত ছয় দশক যাবৎ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরের গবেষকদের লেখা আবদুল হাকিমের জীবনী, সাহিত্যকর্ম, কাব্য বিশ্লেষণ, সুফি দর্শন বিষয়ে মৌলিক কাজ পাঠকের কাছে সুপরিচিত। বর্তমান গবেষণায় ক্ষেত্রটি মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্য; তবে তা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কিংবা সাহিত্য সমালোচনা নয়। কবি আবদুল হাকিমের 'দেশি ভাষা' বা বাংলা ভাষার পুথি অনুলিপির একটি ব্যতিক্রমী পদ্ধতির সুলুক সন্ধান। শিরোনামে ব্যবহৃত– 'আরবি হরফে বাংলা পুথিনামা'– স্বল্প আলোচিত এবং কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দাবি করে—বাংলা পুথি লিখন-অনুলিখন পদ্ধতি। এখানে 'পুথি' শব্দটিতে আমরা কেবল হাতে লেখা বা কলমি পুথিকেই বুঝে থাকি। এক্ষেত্রে বটতলার পুথি বা ছাপা পুথিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত পুথির সাথে ফারসি 'নামা' শব্দটিকে যুক্ত করে বাংলা পুথি লেখার ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুথির বাংলা বর্ণমালার পাশাপাশি আরবি হরফে বাংলা ভাষায় লেখা কিছু পুথি রয়েছে। যেমন: *ফাতেমার সুরতনামা*, *নিকাহ মঙ্গল*, *শরীয়ত-নামা*, *ওফাতে রসূল*, *কোরানের কায়দা*, *নুরনামা*, *সকিনা বিলাপ*, *ফক্করনামা*, *ইবলিশনামা*, ইত্যাদি (চিত্র ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫)। বাংলা একাডেমির পুথি সংগ্রহশালায় অনুরূপ পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৪৩টি।[২] বাংলা লিপিবিষয়ক গবেষক এস এম লুৎফর রহমান সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহ থেকে আরবি হরফে বাংলা লেখা তেত্রিশটি পুথির ফর্দ তৈরি করেছিলেন।[৩] বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা লিপির বিবর্তনের পথে আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লেখার এই পদ্ধতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আরবি হরফ ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় পাণ্ডুলিপি লেখা ও কপি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে প্রয়োজন এই রীতির পুথিগুলির বিবরণ প্রস্তুত করা।[৪] গবেষণাটি সেই উদ্দেশ্যে ৪টি অংশে বিভক্ত: (১) আরবি হরফে বাংলা পুথি : একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ (২) আরবি হরফে বাংলা পুথি : *শরীয়ত-নামা* এবং *নুরনামা*; (৩) আরবি হরফে বাংলা পুথি : *ফাতেমার সুরতনামা* এবং *সকিনা বিলাপ*; (৪) আরবি হরফে বাংলা পুথি অনুলিপি বিষয়ক পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাসমূহ বিশ্লেষণ।

(১) আরবি হরফে বাংলা পুথি : একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমির পুথি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আরবি হরফে বাংলা পুথির পরিসংখ্যান প্রদান এবং তন্মধ্যে সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুথির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এস এম লুৎফর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে থাকা নিম্নোক্ত পুথিগুলোকে আরবি হরফে অনুলিপিকৃত বাংলা পুথির তালিকাভুক্ত করেন:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আরবি হরফে অনুলিপিকৃত বাংলা পুথির তালিকা

নং	পুথির নাম	সা.বি. ক্রমিক	ঢা.বি. নং	ফোলিও	অনুলিপিকাল	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
১.	*আমির হামজার কেচ্ছা*	১০	৭১১	১৭	উল্লেখ নেই	সৈয়দ হামজা	নবির চাচা হামজার বীরত্ব ও অলৌকিক জীবন
২.	*ইব্লিছনামা*	৩৬	২৬৯	৫২	১৮০০	আনু. সৈয়দ সুলতান	শয়তান বা ইবলিশের কাহিনী
৩.	*ওফাত-ই-রছুল*	৪৭	৫৭১	৪৫	১৮৬০	সৈয়দ সুলতান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৪.	*ওফাত-ই-রছুল*	৪৮	৪৮০	৫২	১৮৩৫	সৈয়দ সুলতান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৫.	*ওফাত-ই-রছুল*	৪৯	৪৮০ অ		১৮৩৫	সৈয়দ সুলতান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৬.	*ওফাত-ই-রছুল*	৫০	৫৭৯	৪৪	১৮৬০	সৈয়দ সুলতান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৭.	*কিফায়তুল মুছল্লিন*	৬৭			১৮১৮	শেখ মুত্তালিব	নামাজ, রোজা, জাকাত সম্পর্কে
৮.	*কোরানের কায়দা*	৮৬	৫৫	১৪	১৮৮০	আবদুন নবী	সঠিকভাবে কোরআন পাঠের নিয়মাবলি
৯.	*কোরান পাঠের ফল*	৮৭	৫৯২	৮	১৮৩৫	অজ্ঞাত	কোরআন পাঠের উপকারিতা
১০.	*ছখিনা বিলাপ*	১২৪	৩	১০	১৮০০	অজ্ঞাত	কারবালার ময়দানে নববধূ সকিনার স্বামী বিয়োগের আর্তনাদ
১১.	*নছিয়তনামা*	১২৫	৪	১৫	১৮০০	ছোলেমান	নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে
১২.	*জেবলমুলুক সামারেখ*	১৩৩	৬১	১৫০	১৮৮০	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	সাহিত্য
১৩.	*জেবলমুলুক সামারেখ*	১৩৪	১৮০ অ	১৫০	১৮৮০	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	সাহিত্য
১৪.	*জেবলমুলুক সামারেখ*	১৩৯	৫৭২		১৮৬০	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	সাহিত্য
১৫.	*জ্ঞান সাগর*	১৪৪	৫৪০	১৫	১৮৮০	আলী রাজা ওরফে কানু ফকির	আধ্যাত্মিক তত্ত্ব
১৬.	*জ্ঞান সাগর*	১৪৫	১৩৯	২০৯	১৮৬০	আলী রাজা ওরফে কানু ফকির	আধ্যাত্মিক তত্ত্ব
১৭.	*জ্ঞান সাগর*	১৪৬	১৪৭		১৮৯০	আলী রাজা ওরফে কানু ফকির	আধ্যাত্মিক তত্ত্ব
১৮.	*জঙ্গনামা*	১৪৯	৬৫৩		১৮৯০	মোহাম্মদ এয়াকুব	কারবালার যুদ্ধ
১৯.	*জয়কুম রাজার লড়াই*	১৫১	৬৪১	১৮	১৮৬০	সৈয়দ ছোলতান	নবিবংশের অংশ; বিধর্মী রাজার সাথে নবি ও আলির যুদ্ধ

নং	পুথির নাম	সা.বি. ক্রমিক	ঢা.বি. নং	ফোলিও	অনুলিপিকাল	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
২০.	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	১৮৯	৩৮৫	১৭	১৮৬০	সৈয়দ নুরুদ্দিন	মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক
২১.	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	১৯২	৬০১		১৮৬০	সৈয়দ নুরুদ্দিন	মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক
২২.	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	১৯৩	১৮৫	১৩	১৯০০	সৈয়দ নুরুদ্দিন	মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক
২৩.	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	২০৪	৬২৪		১৮৬৬	সৈয়দ নুরুদ্দিন	মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক
২৪.	*নিকাহ মঙ্গল*	২৫২	৫৯০	৮		অজ্ঞাত	বিয়ে, জুলুয়া খেলা, কার্ড খেলা
২৫.	*ফক্করনামা*	৩১৫	১২৬	২২	১৮১০	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	রুম রাজকন্যার স্বয়ংবর
২৬.	*মোহাম্মদ হানিফার লড়াই*	৩৬৫	৩৮৬	৪৮	১৮৬০	আবদুল হাকিম (রাজ্জাক-নন্দন)	নবির জীবদ্দশায় বিজয় ও অর্জন সম্পর্কে
২৭.	*শাহাদৌলা পীর বা তালিবনামা*	৪৫৬	২০৫		১৮৬৯	সেখ চান্দ	সুফি সাহিত্য
২৮.	*সবে মে'রাজ*	৪৯২	৬২১		১৮৬১	সৈয়দ ছোলতান	নবি বংশের অংশ
২৯.	*ইউনান দেশের পুথি*	৪৯৩	৬২২	৬	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গ্রিক দর্শন বিষয়ক
৩০.	*ছয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*	৫১৪	১৭৫		১৮৬৪	আলাউল	মিশরের রাজকুমার ছয়ফুলমুলুক ও ইরানের বদিউজ্জামালের প্রেম
৩১.	*হায়রাতুল ফেকাহ*	৫৬৭	৪৯৫	৩৯	আনু. ১৮০১-১৯০০	মোহাম্মদ আলী	মুসলিম আইনসংক্রান্ত
৩২.	*ক্বেফায়তুল মুছল্লিন*	৫৪০				শেখ মুত্তালিব	মুসলিম আইনসংক্রান্ত
৩৩.	*জেবলমুলুক সামারেখ*	১৩৭	৫৮০	২০০	১৮৬০	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	সাহিত্য

বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-এ একাডেমির সংগ্রহে থাকা পুথিগুলির নিম্নোক্ত পুথিগুলিকে আরবি হরফে বাংলায় লিখিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত আরবি হরফে অনুলিপিকৃত বাংলা পুথির তালিকা

নং	পুথির নাম	পুথি নং	ফোলিও	লিপিকর ও তার মকাম	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
১	*নারীনামা বা নসিহতুন্নেছা*	বা. বো. মু. পু. নং: ৫৪৭	২১৫	মোহাম্মদ আহ্লুল্লাহ ওরফে আবদুর রহমান মকাম: গুনাঘর	মোহম্মদ ইউসুফ	রমণীদের কর্তব্য বিষয়ক উপদেশ
২	*খোলাসাতুল মুসল্লীন*	বা. বো. মু. পু. নং: ৫৪৮	৪০	অজ্ঞাত	আজমত উল্লাহ	নামাজের কায়দা ও ফজিলত
৩	*কেফায়তুল মুসল্লীন*	বা. বো. মু. পু. নং: ৫৪৯	৯৩	অজ্ঞাত	মুত্তালিব	মৌলবি রহমতউল্লার আদেশে আধ্যাত্মিক গুরু মুত্তালিব এই গ্রন্থ লিখেন

নং	পুথির নাম	পুথি নং	ফোলিও	লিপিকর ও তার মকাম	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
৪	*তোহাফা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: আ ৯ তো ২	পত্রাঙ্ক বিহীন তৃতীয় পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি আছে	অজ্ঞাত	আলাওল	
৫	*ইউসুফ জোলেখা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৩১/গরী/ইউ ২	২৫৫	ফয়জুল্লাহ	গরীবুল্লাহ	অষ্টাদশ শতক
৬	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৩৮/নূরু ৩/দাকা হা ৩	১৯৬	অজ্ঞাত	নূরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
৭	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৩৯/নূরু ৪/দাকা হা ৪	৯১	অজ্ঞাত	নূরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
৮	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪০/নূরু ৫/দাকা হা	৪১	অজ্ঞাত	নূরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
৯	*দাকায়েকুল হাকায়েক*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪১/নূরু ৬/দাকা হা ৬	২২	অজ্ঞাত	নূরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১০	*রাহাতুল কুলুব*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪২/নূরু ৭/রাকা কু ১	১১৫	অজ্ঞাত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১১	*নামাজের কিতাব*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪৩/বদি ১/নামাজ ১	৩৬	অজ্ঞাত	বদিউদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১২	*কায়দানী কিতাব*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪৪/বদি ২/কায়দা ১	৩৫	অজ্ঞাত	বদিউদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১৩	*মাসায়েল*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪৫/বদি ৩/মাসা ১	২১০	অজ্ঞাত	বদিউদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১৪	*ছিফাতে ইমান*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪৬/বদি ৪/ছিফাত ১	১০৪	অজ্ঞাত	বদিউদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১৫	*ছিফাতে ইমান*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৪৭/বদি ৫/ছিফাত ২	১৫০	অজ্ঞাত	বদিউদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
১৬	*নীতিশাস্ত্র বার্তা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৫৫/মোজা ২/নীতি ২	২৫	অজ্ঞাত	মোজাম্মিল	ষোড়শ শতক
১৭	*মক্তুল হোসেন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৬৬/মো খা ৯/ম হো ১০	২২	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ খান	সপ্তদশ শতক
১৮	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৭৮/মুত্তা ৭/কিফা ৭	১৪২	অজ্ঞাত	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
১৯	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৭৯/মুত্তা ৭/কিফা ৭	১৪৬	নূরুল্লাহ খোন্দকার	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক

নং	পুথির নাম	পুথি নং	ফোলিও	লিপিকর ও তার মকাম	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
২০	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮০/মুত্তা /কিফা ৮	১৪৬	আছহাবউদ্দিন	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
২১	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮১/মুত্তা ৯/কিফা ৯	১৮৭	অজ্ঞাত	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
২২	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮২/মুত্তা ১০/কিফা ১০	৮৩	অজ্ঞাত	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
২৩	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮৩/মুত্তা ১১/কিফা ১১	৪	অজ্ঞাত	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
২৪	*কিফায়তুল মুসল্লিন*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮৪/মুত্তা ১২/কিফা ১২	১৫০	অজ্ঞাত	শেখ মুত্তালিব	সপ্তদশ শতক
২৫	*মওতনামা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮৫/নূরু ৮/মত্ত ১	৫৯	অজ্ঞাত	নূরুদ্দিন	অষ্টাদশ শতক
২৬	*জ্ঞান সাগর*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৮৭/রাজা ২/ জ্ঞান ২	১৮৭	শের জামাল খাঁ	আলী রাজা	
২৭	*মিছির জামাল*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ৯৩/সৈরাজা ৩/মিছির ১	৩০	অজ্ঞাত	সৈয়দ আলী রাজা	অষ্টাদশ শতক
২৮	*ইব্রিসনামা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১০৩/সুল ৫/ইপ্লিস ১	৫৭	এনুমিয়া	সৈয়দ সুলতান	ষোড়শ শতক
২৯	*জ্ঞানচৌতিসা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১০৪/সুল ৬/জ্ঞানচৌ ১	৩৭	অজ্ঞাত	সৈয়দ সুলতান	ষোড়শ শতক
৩০	*ইব্রিসনামা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১০৫/সুল ৭/ইব্রিস ২	৬	খোন্দকার সুলতান	সৈয়দ সুলতান	ষোড়শ শতক
৩১	*ওফাতে রসুল*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১০৬/সুল ৮/ওফাতে ১	১৩৫	অজ্ঞাত	সৈয়দ সুলতান	ষোড়শ শতক
৩২	*নূরনামা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১১৮/হাজী ১/নূর ১	১৯	অজ্ঞাত	মুহম্মদ হাজী	অজ্ঞাত
৩৩	*গেরোয়া খেলা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৩১/আই ১ গে খা	১৫	অজ্ঞাত	আইনুদ্দিন	অজ্ঞাত
৩৪	*শ্লোক পুঁথি*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৪৫/না মো ১ শ্লো পুঁ	৯	অজ্ঞাত	নাছির মোহাম্মদ	অজ্ঞাত
৩৫	*ইউনান দেশের পুঁথি*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৪৯/ইউ দে	৩২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গ্রিক দর্শন-বিষয়ক
৩৬	*মাসায়েল এবং বেনামাজীর পুঁথি*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৫০/ছ উ ৩/মা এবং বে	১৫	আবদুল্লাহ	ছমির উদ্দিন	অজ্ঞাত

নং	পুথির নাম	পুথি নং	ফোলিও	লিপিকর ও তার মকাম	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
৩৭	*আল্লার নামের মাহাত্ম্য*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৬৩/আলী খো ১/আ	২২	অজ্ঞাত	আলী খোন্দকার	অজ্ঞাত
৩৮	*জেব মুলুক সামাখ*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৭৫/সৈ আ ১/জ মু সা	২৩৭	অজ্ঞাত	সৈয়দ আকবর	অজ্ঞাত
৩৯	*জুমার নামাজের মাহাত্ম্য এবং নীতিশাস্ত্র বার্তা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৯০/মো জান এবং মো/জু না মা এবং নী শা	১১৩	অজ্ঞাত	মোঃ জানু এবং মুজাম্মিল	অজ্ঞাত
৪০	*কারবালা কাহিনী*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৯১/মো খা ১৯/কা	৬৪	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ খান	কারবালার ঘটনা-বিষয়ক
৪১	*নছিয়তনামা*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৯৮/ছৈ নু ১০/ন না	৩১	অজিউদ্দিন	ছৈয়দ নুরুদ্দিন	উপদেশমূলক
৪২	*রছুল চরিত এবং সবেমেরাজ*	বা. এ. স. পুঁ. নং: ১৯৯/সৈ সু ২০/র এবং স	২০৯	হামিদ আলী	সৈয়দ সুলতান	ষোড়শ শতক
৪৩	*সুলতান জমজমার পুঁথি*	বা. বো. মু.পুঁ. নং ১৩	৪৭	অজ্ঞাত	হীন-ফয়জুল্লাহ	অজ্ঞাত

(বা. বো. মু. পুঁ. ইং= বাংলা বোর্ড মুসলিম পুঁথি নং; বা. এ. স. পুঁ. ইং = বাংলা একাডেমি সংগৃহীত পুঁথি নং)

উপর্যুক্ত তালিকা দুটির বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত *An Alphabetical Index of Bengali Manusripts (Abdul Karim Sahitay Bisarads Collection, Part-III-* এ এই রীতির আরো সাতটি পুথির সংবাদ পাওয়া যায়।[৫] পুথিগুলির তালিকা নিম্নরূপ:

ইং	পুথির নাম	সা.বি. ক্রমিক	ফোলিও	রচয়িতা	বিষয় ও রচনাকাল
১.	*আরবি হরফে লেখা পুথি*	৫৯৭	১২৯	অজ্ঞাত	ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ
২.	*ইমামচুরি- যোগকালন্দর-সখীবারমাসা*	৬০৬	৪৫	আনু. সৈয়দ সুলতান	*কবিতা*
৩.	*ওফাত-ই-রছুল*	৬১১	৮	সোবাহান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৪.	*ওফাত-ই-রছুল*	৬১২	৫১	সৈয়দ সুলতান	নবিবংশের শেষ অংশ; নবির মৃত্যু সম্পর্কে
৫.	*কয়েকটি বারমাসী কাব্য ও অন্যান্য*	৬২১	১৭	অজ্ঞাত	বারোমাসের কবিতা
৬.	*সিফতেঈমান*	১০১১	৩৪	অজ্ঞাত	ইমানসংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব
৭.	*নামহীন আরবী পুথি*	৭৪৮	২৯	অজ্ঞাত	নামাজ, রোজা, জাকাত সম্পর্কে

উপযুর্ক্ত তালিকা থেকে এ পর্যন্ত সম্পাদিত-প্রকাশিত পুথিগুলির পরিচয় ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো। এক্ষেত্রে প্রকাশনার কাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

(২) আরবি হরফে বাংলা পুথির বিবরণঃ *শরীয়ত-নামা* এবং *নুরনামা*

নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*

আরবি-ফারসি বর্ণমালায় *শরীয়ত-নামার* বাংলা পাণ্ডুলিপি প্রথম সম্পাদনা করেছেন ইতিহাসবিদ আবদুল করিম।[৬] বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার ৬ নং ইউনিয়নের পোমরা গ্রামনিবাসী জানে আলী পাণ্ডুলিপিটির লিপিকর। আরবি নাসখ রীতির হরফে লিখিত এই পাণ্ডুলিপিটি অনুলিপি করা হয়েছিল দেশি কাগজে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল দেশি কালি। অত্যন্ত সুন্দর হাতের লেখায় অনুলিপি করা পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেকটি হরফে *এরাব* (জের, জবর, পেশ, সাকিন ও তাশদিদ) দেওয়া আছে এবং এর ফলে সম্পাদকের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা সহজ হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেক ফোলিও দৈর্ঘ্যে এগারো ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাত ইঞ্চি এবং অনুলিপি বা লেখা হয়েছে সাড়ে সাত ইঞ্চি এবং প্রস্থে চার ইঞ্চি। ফোলিওর উভয় দিকেই (মুখ্য ও গৌণ) ১১ লাইনে অনুলিপি করা রয়েছে এবং শ্লোকের সংখ্যা ২০৭৬।[৭]

লিপিকর বাংলা অক্ষরে লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কপি দেখে আরবি অক্ষরের পাণ্ডুলিপিটি নকল করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন কবির লেখনীতেই রয়েছে: *'কন হরফে কন লফজ ন বুঝি এ অর্থ/বাংলা অক্ষর হেরি আরবীয় পুস্তক'*। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন ফোলিওতে আধুনিক বাংলা অক্ষরে এলোমেলোভাবে নিম্নোক্ত নামগুলো লেখা রয়েছে:

(ক) ২০ নং ফোলিও এর মুখ্য পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে *'শ্রী ছৈয়দ আমদ পীং সৈয়দ আলীমদ্দিন'*;[৮]

(খ) ৩৩ নং ফোলিও এর গৌণ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে *'শ্রী সৈয়দ আলীমদ্দিন পীং সৈয়দ আমিরওদ্দিন সাং পোঁরা পোড়াঙজনা পরকস সহরকিলী'*।[৯]

রাঙ্গুনিয়া থানার কাউখালী গ্রামের কালা মিয়া পীং করম আলীর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন পটিয়া থানার হুলাইন গ্রামস্থ আবদুচ্ছাত্তার মাস্টার। এই সংগ্রাহক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো অসংখ্য বাংলা ও ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটির ২৪ নং ফোলিওর উপরে উলটো করে লেখা '১২১৪ মঘীর ১৭ই মাঘ' এছাড়া পাণ্ডুলিপিটির সাথে *রাগমালার* একটি কপি বাঁধাই করা আছে। এই পাণ্ডুলিপিটিও অনুলিপি করা হয়েছিল ১২১৪ মঘী সালে। আবদুল করিমের মতে, উভয় পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকার এবং কাল একই; আর তা হলো ১২১৪ মঘী বা ১৮৫২ সাল।

শরীয়ত-নামার বিষয়বস্তু *শরিয়া* (ইসলামি আইন) অনুসারে *আমর-নেহি* (করণীয়-নিষিদ্ধ)। প্রচলিত চারটি মাজহাবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত কিছু বিধি এই কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। পুথি রচনার রীতি অনুযায়ী ভণিতাংশের পরেই নামাজের বৈশিষ্ট্য, নামাজে অবশ্যকরণীয় ইত্যাদি বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে। এরপরই কবি সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করে সেগুলো বর্জন করতে বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: গোবর দিয়ে লেপলে ঘর নাপাক হয়, কুমারী মেয়ের 'নব পুষ্পকালে' ঢোল বাজানো, গান গাওয়া ইত্যাদি। এর পরের বর্ণনাটি নারীদের মাসিক অবস্থায় কী কী কাজ করা যাবে এবং কী কী যাবোনা সে বিষয়ক। নারীর পর্দা আদায়ের বিষয়টিও কবি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিমালায় তুলে ধরেছেন। মানুষের মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের করণীয়, কাফন দেওয়া ও খাটিয়ায় তোলা, কবরে সমাহিত করার নিয়ম, ফাতেহা পড়া ইত্যাদি

তুলে ধরা হয়। সমাজে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনপূর্বক কবি রোজা রাখার নিয়ম, কাজা রোজার কায়দা, তারাবি পড়া, রোজা ভঙ্গের কারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনাপূর্বক কাব্যটি শেষ করেন।

মোহাম্মদ শফি রচিত *নুরনামা*

থিবো দ্যুবে *Meaningful Rituals: Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal* গ্রন্থটিতে তিনটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে *'নুরে-মোহাম্মদি'*কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্য গবেষক মহলে উপস্থাপন করেছেন।[১০] পাণ্ডুলিপি তিনটি হলো: (ক) প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনালে সংরক্ষিত অজ্ঞাত লেখকের ফারসি ভাষায় রচিত *নুরনামা*, (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিম রচিত *নুরনামা* (আনুমানিক ১৬৬০ সাল) এবং (গ) বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত মোহাম্মদ শফি রচিত আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় লেখা *নুরনামা*। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে আরবি হরফকে রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণ করে মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* পাঠোদ্ধার এবং তার ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* হচ্ছে 'esoteric' বা গূঢ় সাহিত্য যেটি গুরু বা আধ্যাত্মিক নেতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হতো। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরবি সাহিত্যের *দাকায়েকুল আখবার* এবং ফারসি *নুরনামা* অনুসরণে এই রীতির বিকাশ। এর কেন্দ্রীয় বিষয় হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং বিশ্বজগতে এর সৃষ্টিনামা। *নুরনামা*য় সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির মৌলিক চারটি উপাদান–পানি, আগুন, বায়ু ও মাটি (সৃষ্টির আদি উপাদান) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবদুল হাকিমের মতে, *নুরনামা* পাঠকারীদের দেওয়া হবে শহিদের থেকেও অধিক মর্যাদা এবং মৃত্যুর পরে তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে। *নুরনামা*র পাঠক-মুমিনদের আল্লাহ খারাপ মানুষদের জবান এবং প্রতারণা থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া আল্লাহ তাঁদেরকে জাদুকরের জাদুটোনা ও ভূমিকম্পসহ সকল প্রকার আসমানি ও দুনিয়াবি বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। যারা *নুরনামা* পড়তে পারেনা (নিরক্ষর) কিন্তু পাঠ শুনবেন তারাও একই রকম ফজিলত ভোগ করবেন। *নুরনামা* পাঠকারী ও সংরক্ষণকারী এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনো পর্দা বা মাধ্যম থাকবে না। রবিবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় *নুরনামা* পাঠ করলে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। এই ধরনের রচনার প্রথমে থাকত *হামদ* (আল্লাহর প্রশংসা) ও *নাত* (রসুলের প্রশংসা) এবং তারপর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মধ্যযুগে বাংলায় এ রীতিতে সাহিত্য রচিত হতো ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত— চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে।[১১]

(৩) আরবি হরফে বাংলা পুথি: *ফাতেমার সুরতনামা* এবং *সকিনা বিলাপ*

কবি শেরবাজ খান রচিত *ফাতেমার সুরতনামা*

বর্তমান প্রবন্ধকার ২০১৭ সালে কবি শেরবাজ খানের *ফাতেমার সুরতনামা* কাব্যটি পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেন।[১২] এটি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত হয়।

ছাপায়ে রাখিছে জান বিবি ফাতেমায়।
কভু তুমি না দেখিছ ফাতেমার রূপ।
রাখিছে সুরত মাএ বেহেস্তের কুলুব।
প্রচার করিবে মাএ হিসাবের দিন।
সুরাতের কথা মায়ের হাসানসেজান।
(ফোলিও নং ০২, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ৩৬৩)[১৩]

লজ্জায় হযরত আলি ঘরে ফিরে খাটের ওপর শুয়ে পড়েন। বিবি ফাতেমা খাবার রান্না করে খাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। কিন্তু আলি ফাতেমাকে বললেন তোমার সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি কোনোকিছু খাবো না। আলির জিদে নিরুপায় ফাতেমা আলিকে মৃগয়াতে যেতে বললেন। ফাতেমার কথায় আলি জঙ্গলে গিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যকল্প বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সেগুলি হলো:

প্রথম দৃশ্যকল্প: একজন নামাজরত ফকিরের পাশে দুইজন বালককে নিয়ে এক কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যকল্প: আলি প্রখর সূর্যতাপে জঙ্গলের ভেতর চলছে। একটি মাঠের মধ্যে গাছের নিচে একজন ফকির দুই হাত বেঁধে সিজদারত। ফকিরের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হয়ে আসছে। এখানেও ফকিরের পাশে কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে বাবা, বাবা বলে ডাকছে। ফকির উম্মত উম্মত বলে ক্রন্দনরত এবং তার অশ্রুতে জমিন ভিজে যাচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্যকল্প: আলি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তৃতীয় দৃশ্যকল্পে আলি দেখেন জনৈক ফকির আগুনের মাঝখানে বসে আল্লাহর জিকির করছেন। প্রচণ্ড তাপে ফকিরের মাথার মগজ এমনভাবে ফুটছে যেমনভাবে আগুনের তাপে হাঁড়ির চাল সিদ্ধ হয়। ফকিরের মাথার খুলি ফেটে মগজ বের হয়, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মত, উম্মত বলে ক্রন্দনরত।

চতুর্থ দৃশ্যকল্প: আলি চিন্তিত হয়ে সামনে গিয়ে দেখেন একজন কঙ্কালিনী রুটি বানাচ্ছে। আলি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? কার স্ত্রী তুমি? জঙ্গলে বসে কার জন্য রুটি বানাচ্ছ? কঙ্কালিনী উত্তর দেয়, আমি আমার নিরঞ্জনের জন্য রুটি তৈরি করছি।

পঞ্চম দৃশ্যকল্প: ইমাম আলি বনের মাঝে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ তিনি গাছের ওপর মাথায় তাজ, গলায় হাঁসুলি, ললাটের মাঝে সবুজ টিকলি ও দুই কানে দুই মতি পড়া একটি ময়না পাখি দেখেন। ময়নার শরীরে পবিত্র কোরআনের অক্ষর লেখা। ময়নার মুখে আল্লাহর জিকির ও নবির কালেমা। ময়নার রূপে আলি মোহিত হয়ে তাকে ধরতে যায়। আলিকে রেখে ময়না উড়ে চলে। ময়না উড়ে যায় সমুদ্রের পানে। আলিও তার পেছনে সাঁতার দিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যকল্প: সমুদ্র থেকে ফিরে ময়না একটি মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে। ময়নার পেছনে পেছনে আলি মসজিদের নিকটে উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরজায় খাটুলিতে শয়নরত একজন বৃদ্ধনারীকে দেখেন। আলি বৃদ্ধাকে দরজা থেকে সরতে বললেন। বৃদ্ধা বলল, আমার নড়ার শক্তি নেই। আমাকে উঠিয়ে একপাশে রেখে মসজিদেও ভেতর গিয়ে তুমি ময়না দেখো। আলি অনেক টানাটানি করেও ব্যর্থ হন। বৃদ্ধা আলিকে বলে, জগতের সকলে তোমাকে মহাবলী বলে কিন্তু তোমার মরদামি আমি বুঝতে পারলাম। বৃদ্ধা আলিকে খাটুলির নিচ দিয়ে মসজিদেও ভেতর দেখার জন্য বলেন। আলি

মসজিদের ভিতর আরশ-কুরসি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন মসজিদেও ভেতর দুইজন বালক কোরআন পড়ছে এবং তাদের একজনের মুখ কালো এবং অন্যজনের মুখ লাল হয়ে আছে।

আলি ঘরে ফিরলে ফাতেমা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বনে কী দেখেছেন? কী শুনেছে? কীসের সাক্ষাৎ পেলেন? আলি উত্তর দিলেন এবং ফাতেমা একে একে সকল বিষয় ব্যাখ্যা করলেন। ফাতেমার ব্যাখ্যাগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: হে মোর প্রভু, তুমি বনে যখন গিয়েছ তোমার সাথে আমিও গিয়েছিলাম। বনে দেখা ফকির ছিলেন রসুল। কঙ্কালিনী আমি এবং আমার সাথে ছিল হাসান-হোসেন।

দ্বিতীয়ত: রসুল তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে নামাজ পড়ে কাঁদছিলেন।

তৃতীয়ত: হাশরের ময়দানে মাথার ওপর যখন সূর্য থাকবে তখন রসুল তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে কাঁদবেন।

চতুর্থত: জঙ্গলের কিনারে রুটি বানিয়েছে যে কঙ্কালিনী তিনি হলেন ফাতেমা স্বয়ং। ফাতেমাই আলির জন্য রুটি বানাচ্ছিলেন এবং আলিই ফাতেমার একমাত্র নিরঞ্জন।

পঞ্চমত: জঙ্গলে যে ময়না আলি দেখেছ সেটি হজরত ফাতেমা। ময়নার শিরের তাজ হলো প্রভু-করতার। গলার হাঁসুলি ছিল দ্বীন-রসুল। ময়নার দুই কানের মতি হলো হাসান-হোসাইন। ময়নার কপালের টিকলি হজরত আলি।

ষষ্ঠত: ফাতেমাই বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে মসজিদের দরজায় গিয়েছিলেন। আলি তখন ফাতেমাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমি তোমাকে তুলতে পারলাম না কেন? ফাতেমা বললেন, প্রভু শোনো ত্রি-ভুবনের আঠারো হাজার মাখলুকাত আমার ওপর ভর করেছিল। তুমি আমাকে কীভাবে তুলবে? মসজিদের ভেতর কোরান তিলাওয়াতরত দুই বালকের কথা শুনে ফাতেমা পুত্র পুত্র বলে কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে ফাতেমা আলিকে রুটি খাবার অনুরোধ করে। আলি আবার বলে, আগে সুরত দেখাও। ফাতেমা উত্তর দিলো, আর কেমন সুরত দেখবে? কঙ্কালিনী, ময়নাবতী এবং বৃদ্ধা রূপে আমি গিয়েছিলাম। এসবই আমার সুরত। আলি বলে এসব কথা আমি শুনব না তোমার সকল সুরত দেখেই আমি খাবার খাব। ফাতেমা আলির কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ফাতেমা রসুলের কাছে গিয়ে এই ঘটনা বললেন। রসুল আলির কাছে এসে বললেন আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমাকে সুরত দিয়েছে এবং তা ইলমে বাতেন; যা কেবল কিয়ামতের দিন প্রকাশিতব্য। যদি তুমি সেই সুরত দেখো তাহলে তার জ্যোতিতে তুমি জ্বলে যাবে; জ্বলে যাবে আরশ কুরসি, ত্রিভুবন, তোমার দুই 'ফরজন' হাসান-হোসেন। আলি উত্তর দিলো, যদি মৃত্যুবরণ করি তাও আমি ফাতেমার সুরত দেখব। হাসান-হোসেন বারবার বাবাকে হুজ্জত করতে নিষেধ করল (পুথি নং ৩৬৩: ফোলিও নং ২১, মুখ্য ও গৌণ পৃষ্ঠা)।[১৪] আলি ফাতেমার সুরত দেখার জিদ বজায় রাখেন। ফাতেমা আলিকে সতর্ক করেন যে সুরতের জ্যোতিতে তার মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অলি-আল্লাহর দোহাই দিয়ে সুরত দেখানোর জন্য ফাতেমাকে অনুরোধ করে। ফাতেমা পেরেশান হয়ে রসুলের কাছে যান। আলির জিদের কাছে পরাস্ত হয়ে ফাতেমা সুরত দেখাতে রাজি হন।

ফাতেমা বিসমিল্লাহ বলে এক 'বন্ধ' খুলে ফেলল। সাথে সাথে বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা আলিকে অনুরোধ করল, এবার আমায় ক্ষমা করো। আলি উত্তরে বললেন, আমি কিছুই শুনব না। আমি তোমার সুরত দেখব। দুই বন্ধ খোলার পর বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা ক্রোধে তিন 'বন্ধ' খুলে ফেললেন। চারদিকে আগুনের মতো বিজলি চমকালো। ফাতেমার সুরত দেখে আলি টলে পড়ল। হাসান-হোসেন দুই ভাই ডাকতে লাগল। রসুল মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর রসুল উঠে বসলেন। মা মা বলে তিনবার ডাক দিলেন। বাবার ডাক শুনে কন্যা ফাতেমার চেতনা ফিরে আসল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেলেন। সাথে সাথে জামা বেঁধে নিলেন। দেখলেন হাসান-হোসেন মূর্ছা গেছেন। আলি পড়ে আছে। রসুল হতচকিত হয়ে আছেন। ফাতেমা ভাবতে থাকলেন, কী করবেন তিনি? কার যত্ন নেবেন আগে? প্রথমে তিনি পিতার মুখ ধুয়ে দিলেন। তারপর স্বামী আলিকে শান্ত করলেন। সবশেষে দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে ... (পুথি নং ৩০৩)।[১৫] আলি সুরত দেখে সন্তুষ্ট হলো এবং আল্লাহর শুকরিয়া করে নামাজ পড়ল।

সকিনা-বিলাপ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ১২৪-১২৫ নং (সা. বি. ৩ ও ৪) পাণ্ডুলিপির লেখক অজানা এবং শিরোনাম দেওয়া *সকিনার বিলাপ*।[১৬] পাণ্ডুলিপির তথ্য অনুযায়ী লিপিকরের 'সাকিন নোয়াপাড়া' এবং তাঁর নাম 'ওয়াজউদ্দিন পীছরে আফতাবউদ্দিন'। দশ ফোলিওর এই পাণ্ডুলিপির প্রতিটির উভয় দিকেই আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা ভাষায় শহিদে কারবালা কাসেমের নববধূ সকিনার হাহাকারকে তুলে ধরা হয়েছে। কারবালার প্রান্তরে কাশেমের সাথে সকিনার বিয়ে হয় এবং বর বিয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শাহাদত বরণ করেন।

কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা চলছে; শত্রু-নিনাদে প্রকম্পিত ময়দান। ফোরাত নদী শত্রুর কবজায়। তৃষ্ণার্তের আহাজারিতে কারবালার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে। হজরত আলি (রা.)-এর পরিবারের অনেক সদস্য বীর বেশে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন। পিতৃব্য হোসেন (রা.)-এর সম্মান রক্ষায় রণাঙ্গনে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে নববিংশের প্রদীপ কাসিম রণসাজে প্রস্তুত। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও হজরত হোসেন স্বীয় অগ্রজ হাসানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে কাসিম ও সকিনার বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। একদিকে রণভেরির ভীষণ শব্দ আরেকদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিয়ের আয়োজন। নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর একান্তে মধুর মিলন কিংবা বাসরসজ্জায় নিরালায় কিছুসময় যাপনের সুযোগ কোথায়?

নববধূ সকিনার হৃদয়রাজ্যে পতি বিচ্ছেদের বেদনার ঢেউ। সকিনা বিনয়াবনত চিত্তে প্রাণপতি কাসিমের কাছে মিনতি করলেন, যদি যেতেই হয় যুদ্ধে তবে সঙ্গে করে তাকেও যেন নিয়ে যায়। স্বামী উত্তরে বলেন, রণাঙ্গন প্রস্তুত আমাকে বিদায় করো। যদি যুদ্ধে প্রাণ থাকে তবে ফিরে তোমার দেখা পাব আর যদি রণাঙ্গণে জীবন চলে যায় তবে স্বর্গে হবে মধুর মিলন। নববধূ সকিনা অস্থির হয়ে ভাই আলি আকবরকে অনুনয় করে বলেন: "আলি আকবর ভাই, সত্য করে বলো, পরাণপতির কী উপায় হবে বলো"।[১৭] আলি আকবর নীরব থাকেন। ভাইয়ের নির্লিপ্ততায় "মা মা" চিৎকারে ক্রন্দনে ফেটে পড়েন সকিনা বিবি এবং বলতে থাকেন এ যন্ত্রণা কী করে সইব আমি? এর চেয়ে বরং

আগুনের মাঝে ঝাঁপ দেবো। নববধূর বিলাপে শোকাবহ পরিবেশে আরো শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্রন্দনরত সকিনার শিওরে আসেন কাসিম। স্বামী কাসিমকে কাছে পেয়ে সকিনা যেন জীবন ফিরে পেলেন। আকাশের চাঁদ এখন তার হাতে। প্রিয় স্বামীর কাছে বারবার মিনতি করে বলেন, অভাগিনীরে নিরাশ করো না গো প্রাণপতি। আমার মনকে শান্ত করো গো আমার অধিপতি।[১৮]

সকিনার ক্রন্দন রোলে বনের পশুপাখিও শোকে কাতর হয়ে পড়ে। কারবালার আকাশে কালো মেঘের ঘনছায়া নিকষ কালো হয়ে ঘনীভূত হয়ে যায়। পিপাসার্ত নারী-শিশুর আর্তনাদ আর কান্নার রোল সাত আসমান ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে। স্বর্গলোকেও যেন নেমে এসেছে নিকষ কালো বিষাদের ছায়া। রণাঙ্গন থেকে কাসিমের শাহাদতের সংবাদ আসে। কাসিমের নিথর দেহ তার মায়ের কোলে আনা হয়। পুত্রের মৃতদেহ দেখে মায়ের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। হোসেনের শিবিরে কান্নার রোল পড়ে যায়। শোকাতুর জননী মৃত পুত্রের মাথা কোলে নেন। রক্তাক্ত শির দেখে সকিনা কেঁদে কেঁদে বললেন, "হা হা মোর পরাণপতি। কেনে হইল হেন গতি। কোন পাপে করিল নিদান।" সকিনা স্বামীর দেহে লুটিয়ে পড়ে চেতনা হারালেন। শোকবিহ্বল সকিনার চেতনা ফিরে এলে বলেন, 'যদি নিতা সঙ্গে করি পক্কি রূপ ছায়া ধরি/আমি নারী করিতুম বাতাস'।[১৯]

প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে সকিনার জীবন বিপন্ন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ তার জন্য বিষাদে পরিণত হয়েছে। শোকসাগরে ভাসিয়ে তার প্রাণনাথ চলে গেছে অজানা দেশে। তিনি যোগিনী বেশে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার এরাদা করেন। তিনি রোম-শ্যাম দেশে ঘুরে বেড়াবেন। 'পরাণপতি'র কথা মনে করে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে সন্ন্যাসী রূপে তাঁর বাকি জীবন কাটবে। কবিতার ভাষায়,

প্রতি দেশে করিমু বিচার ধরিয়া যোগিনী বেশ
উড়মি চাহি নানান দেশ রোম শাম করিমু বিচার।
সন্যাসির ধরি বেশ যাবত জীবন শেষে
পরাণ পতি করিমু স্মরণ।
নাতু দুই শোকে লইয়া পাহাড়ে চড়িমু গিয়া।
হাটে ঘাটে করিমু বিচার।[২০]

কবি নববধূর পতি বিয়োগের শোক আর বৈরাগ্য গ্রহণের হাহাকার জানিয়ে *সকিনা-বিলাপ* কাব্যটির ইতি টানেন।

(৪) আরবি হরফে বাংলা পুথি বিষয়ক পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাসমূহ বিশ্লেষণ

বাংলার ইতিহাসের কোন পর্বে এবং কী প্রেক্ষাপটে আরবি হরফে বাংলা লিখন রীতি শুরু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাংলা ভাষার এবং লিপির বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, অধিকাংশ মুসলিমদের বাংলা না জানা এবং আরবি ভাষা জ্ঞানই এভাবে লেখার কারণ। তিনি লিখেন, "পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্তে পূর্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। ... বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তদস্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি

লিখিত হইয়াছে"।[২১] মুহম্মদ সিদ্দিক খানের প্রস্তাবনা হলো এই পুথিগুলি কেবল আরব হরফে রেখা এবং মুসলমান জনসাধারণের বোধগম্য হওয়ার জন্যই এরকম রেওয়াজ ছিল।[২২] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেছিলেন, ত্রয়োদশ শতকে— হয়তো এর আগেই— চট্টগ্রাম এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার রসম শুরু হয়েছিল। তবে বাংলার অন্যান্য এলাকায় মুসলিমরা বাংলা অক্ষরেই বাংলা পুথি লিখতেন এবং পুথি কপি করতেন। এই রীতির পাণ্ডুলিপিগুলোর ভাষা উত্তম বাংলা। পুথিগুলি ইসলাম ধর্মের নানাবিধ ভাবনা সংবলিত এবং এগুলোতে মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। পুথিগুলোতে আরবি-ফারসি শব্দগুলো আদিরূপেই উপস্থাপিত; তবে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ লেখার ক্ষেত্রে ধ্বনিরূপকেই অনুসরণ করা হয়েছে। এই পুরোধা ভাষাবিদ তার গ্রন্থে বাংলা অক্ষরগুলোর আরবি প্রতিবর্ণীকরণের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন।[২৩]

মুহম্মদ এনামুল হক এ ধরনের পুথি রীতিকে উনিশ শতকীয় প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত কবি জান মুহম্মদের *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ছয়টি অনুলিপির মধ্যে দুটি ছিল আরবি হরফে লিখিত। ১৮৫২ সালে রচিত *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ভণিতা অংশে কবি লিখেছিলেন:

আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী অঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন।।[২৪]

এই পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি এই গবেষক কবি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যের একটি আরবি হরফে অনুলিপিকৃত পুথিকে ব্যবহৃত কাগজ ও লিপিবিদ্যার নিরিখে উনিশ শতকীয় হিসেবে শনাক্ত করেন। তাঁর মন্তব্য হলো: "ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী মুসলিম কবি ধর্ম-বিষয়ে বাংলা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়"।[২৫] কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সময় নির্ধারক এই প্রস্তাবনা মেনে নেওয়া কিছুটা বিভ্রান্তিকর; কেননা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনুলিপিকৃত এই রীতির একাধিক পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, লুৎফর রহমানের প্রস্তুতকৃত তালিকায় দুটি পুথির তারিখ যথাক্রমে ১৬৭৩ এবং ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ।[২৬] সম্ভবত এনামুল হক গুরু সাহিত্যবিশারদের মতকেই অনুসরণ করেছিলেন। কেননা সাহিত্যবিশারদ *সওগাত* পত্রিকাতে 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে একই পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুল কাদিরের প্রস্তাবনাকে পুনর্বিবেচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবদুল কাদিরের প্রকাশিত নিবন্ধের নামও ছিল 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি'। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন কবি আলাওল তার *পদ্মাবতী* কাব্য ফারসি অক্ষরে লিখেছিলেন। এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে সাহিত্যবিশারদ লিখেন,

> আলাওল তাঁহার পুঁথিখানি 'ফারসি' হরফে লিখিয়াছিলেন, প্রকাশকের উক্তি আদৌ সত্য নহে। আলাওল কোন হরফে লিখিয়াছিলেন, সে কথা বলা এখন সম্ভব নহে। যদি বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন হরফে তিনি লিখিয়াও থাকেন, তাহা 'ফারসী' হরফে নহে 'আরবী' হরফেই বটে। আরবীতে (অক্ষরে) লেখা পদ্মাবতী এবং আরো বহু পুঁথি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। এক সময়ে চট্টগ্রামে আরবী হরফে বাঙ্গালা লেখার একটা রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[২৭]

এস এম লুৎফর রহমান সুনীতিকুমারের প্রস্তাবনা অনুসরণ করে প্রায় একই রকমের মত প্রকাশ করেন। মুঘল আমলে এসে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে এই শব্দগুলো আরবি বর্ণমালায় লেখা সহজ ছিল। এই পদ্ধতি অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি সংস্কৃত প্রধান সাহিত্য কর্মগুলো অনুলিপিতে *কাতেব*গণ (মুসলিম ও হিন্দু) সহজেই শত শত পৃষ্ঠা আরবি হরফে বাংলা ভাষায় অনুলিপি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। লুৎফর রহমানের প্রস্তাবনায় আরেকটি সংযোজন ছিল বর্ণমালার অনুরাগের পাশাপাশি মধ্যযুগের উচ্চাবচ সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস।[২৮] এই বিজ্ঞ গবেষকের মতে, বাংলা লিপি বর্জনের আরেকটি কারণ হলো এর তান্ত্রিক সংযোগ। এই বিষয়টি বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বাঙালি মুসলমানদেরও জানা ছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায় এ-লিপিকে অবৈদিক ও অনৈসলামিক লিপি বলে পছন্দ করতে পারেননি।[২৯]

বর্তমান গবেষক এই প্রস্তাবনার সাথে দ্বিমত করছেন। কেননা সমকালীন আকরসূত্রগুলোতে এই ধরনের পছন্দ অপছন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। লুৎফর রহমানের রচনায় উত্তর ভারতে উর্দু লিপির বহুল প্রচলন অথবা বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের কারণে এধরনের লিপিরীতি উদ্ভবের স্বপক্ষে প্রামাণিক দলিল নেই। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম* গ্রন্থে লেখা এ ধরনের বাংলা পুথি আরবি হরফ জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য লেখা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। আবদুল করিমের ভাষায়,

> মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও আরবি ও ফারসি চর্চা তাদের মধ্যে ছিল। বাংলা চর্চা যে একেবারে ছিল না তাও বলা যায় না, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই অনেক প্রাচীন কাব্য আরবি অক্ষরে লিখিত হতে দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষিত লোকেরা আরবি অক্ষর চিনত, কারণ তারা আর কিছু না হোক পবিত্র কোরআন পাঠ করতে জানত। তাই আরবি অক্ষরে বাংলা লেখাতে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও তারা বাংলা কাব্যের স্বাদ নিতে পারতো।[৩০]

২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় থিবো দ্যুবে এই লেখরীতির নানা দিক তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতিতে *আমীর হামজা*, *নবীবংশ*, *জঙ্গনামার* মতো পুথি ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র কাহিনি বা কাঠামোর পুথি অনুলিপি করা হয়েছে। তিনি এটিকে 'বিস্মৃত অধ্যায়' হিসেবে আখ্যা দিলেও পাঠকের সামনে এর দেশজ রূপ উপস্থাপন করেছেন।[৩১] তার মতে, "আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরবি হরফে লিখিত বেশিরভাগ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল চট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চলে যা আজকের মিয়ানমারের অংশ"।[৩২] তবে এই রীতির প্রারম্ভিক পর্ব ছিল সপ্তদশ শতক। এই রীতি প্রচলনের কারণ হিসেবে 'স্থানীয় সাহিত্যের ইসলামিকরণ' বলা হলেও থিবো এরকম দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে বাংলা লিপির ইতিহাস ও পুথি লেখার পদ্ধতিগত বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে প্রস্তাব করেছেন: পনেরো শতক থেকেই বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্বের স্থানীয় ভাষাসহ সংস্কৃত পুথির অনুলিপিতে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল সিদ্ধমাতৃকা অক্ষর থেকে। বাংলা ভারতীয় অক্ষররীতির পাশাপাশি 'সংস্কৃত লেখ্যরীতির বৃহত্তর পরিসরের উত্তরাধিকারী' হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বর্ণমালার পরিবর্তে বিদেশি আরবি বর্ণমালায় বাংলা লেখার কারণ হিসেবে উত্তরে থিবো

বলেন, এই কালপর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। শাসকবর্গ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এটি করতে পারেন। এছাড়া আরবি অক্ষরে লেখরীতি সংস্কৃতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক। আরবি অক্ষরের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সক্ষমতা, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, কিংবা ব্যাকরণের নিয়মাবলি ইত্যাদি কারণে আরবি অক্ষর লিপিকারদের পছন্দ। এই পাণ্ডুলিপিগুলির প্রায়োগিক দিক ছিল; এগুলো ছিল পারফরমেন্সের অংশ। পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন এবং শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। স্বরধ্বনির উঠানামা, দীর্ঘ কিংবা হ্রাসকৃতরূপের মাপকাঠি আরবি লেখরীতিতে বিদ্যমান; যা বাংলা বা ভারতীয় লেখরীতিতে নেই। অনুলিপিকার কিংবা রচয়িতারা এ বিষয়টিকেও বিবেচনা করতেন।[৩৩] থিবোর ব্যাখ্যা অত্যন্ত যৌক্তিক হলেও প্রশ্ন রয়েই যায় যে, লেখরীতির বাইরে আরবি ব্যাকরণের কোনো প্রভাব কি এই রীতির ওপর রয়েছে?

উপযুক্ত প্রস্তাবনাগুলোর বাইরে বর্তমান গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আরবি বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত কয়েকটি বাংলা পুথির উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি নিম্নে দেওয়া হলো:

(ক) *মোহাম্মদ হানিফার লড়াই*

কাব্যটির একটি পুথি (সা.বি. ৩৬৫)-র ৪৭ পত্রের প্রত্যেকটির উভয় পৃষ্ঠায় ১৩ লাইন করে লেখা (চিত্র ৬ ও ৭) । প্রতিটি লাইনের শেষে সমাপ্তি চিহ্ন রয়েছে। পৃষ্ঠার চারদিকেই লাইন না টেনে প্রায় সমানভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে। ১৭ নং ফোলিওর অপর পৃষ্ঠায় একেবারে ওপরে ফাঁকা জায়গায় ফারসি ভাষায় লেখা (চিত্র ৭) *ইন পুঁথি হক মলেক ইয়াকুব আলী মীর মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ সাকিন খরনদীব* [পাঠযোগ্য নয়...]। যার অর্থ দাঁড়ায়- এই পুথির আসল মাকিল খরনদীব [পাঠযোগ্য নয়...] নিবাসী ইয়াকুব আলি মির মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ।

২০ নং ফোলিওর অপর পৃষ্ঠায় ডানদিকে খালি জায়গায় সপ্তম লাইন থেকে আড়াআড়িভাবে লেখা *"আগর পুস্তকে আস উমর উমিইয়া মহাশয় * যেরদ পুস্তক আস তাহান তনয়"*। বাক্যটিকে আমার কাছে ফারসি ও আরবি মিশ্রণে গঠিত একটি জুমলাহ মনে হয়েছে।[৩৪] ২১ নং ফোলিওর সামনের পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনটি ফারসিতে লেখা চার শব্দের একটি বাক্য: *দীর্ঘছন্দ রাগ লাচারি*। এর ডানদিকে খালি জায়গার একটি বর্গাকার কাটাকুটি বক্স আঁকা এবং বক্সের নিচ থেকে পৃষ্ঠায় ডানদিকে খালি তৃতীয় থেকে সপ্তম লাইনের পাশে আড়াআড়িভাবে লেখা *ইন শতরাব কমগুম কশত ইয়াত*। উল্লেখ্য, ২৭ নং পত্রের অপর পৃষ্ঠায় একই কায়েদায় তিন শব্দের ফারসি একটি বাক্য *"যমকশন্দ রাগ ইশওয়ারি"*। এই সূত্রগুলো প্রস্তাবনা করছে যে, পুথির মালিক, অনুলিপিকার এবং পাঠক ছিলেন তিনটি ভাষা— বাংলা, আরবি-ফারসি-তে পারদর্শী।

(খ) *আমির হামজা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত কবি সৈয়দ হামজা রচিত *আমির হামজা*-এর একটি পুথি আরবি অক্ষরে অনুলিপিকৃত (সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, পুথি নং

১০)। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম দুই ফোলিওর পর থেকে পৃথক হস্তলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দুটিতে *নাসখ* রীতি লক্ষ্য করা গেলেও পরের অংশগুলিতে *নাসতালিক* রীতি দেখা যায়। একই পাণ্ডুলিপিতে একাধিক রকমের লিপিরীতি বাংলা কিংবা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও দেখা যায়। সম্ভবত প্রথম দুই ফোলিওর অনুলিপিকার আর কাজটি করেন নি। এ কারণে নতুন কেউ পরবর্তী অংশগুলো লিখেন। কিন্তু কোন কারণে এটি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের সুযোগ একেবারেই নেই। তবে এটি ইঙ্গিত করছে যে, বহুভাষা ও লিপিরীতিতে দক্ষ অনুলিপিকার শ্রেণির উপস্থিতি।

(গ) *ইবলিশনামা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ৩৬ নম্বর পুথিটি আলোচ্য রীতিতে কপিকৃত সৈয়দ সুলতানের *ইবলিশনামা*। এই পুথির শেষের তিনটি ফোলিওতে দেখা যায় বাংলা অক্ষরে মূল আরবি লেখার পাশে অংকে ১, ২, ৩ এভাবে ১২ পর্যন্ত লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষরের পার্শ্ববর্তী লাইনে বাংলায় 'পরথমে', 'দ্বিতীয়ে', 'তৃতীয়ে' এইভাবে 'দ্বাদশে' পর্যন্ত লেখা আছে। সম্ভবত একাকী পুথি পাঠ এবং জনপরিসরে পুথি উপস্থাপন বা পারফরমেন্সের সময় বিষয়গুলো বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচরে আনার জন্যই পাশে অঙ্কে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পুথির অনুলিপিকারের পাশাপাশি পাঠকও বাংলা ও আরবি উভয় লিপির সাথে পরিচিত– এই প্রস্তাবনার সমর্থন পুথিটির এই তিন ফোলিওতে মেলে।

(ঘ) *ওফাতে রসূল*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত কবি সৈয়দ সুলতানের *ওফাতে রসূল* কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপির (নম্বর ৪৮) প্রত্যেকটি লাইনের শুরু এবং শেষে ক্ষুদ্রকার চার বা ছয় পাপড়িসংবলিত চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অঙ্কিত চিহ্নগুলো পবিত্র কোরান শরিফের আয়াত লেখার ক্ষেত্রে দেওয়া বিরতি বা সমাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতিটি আয়াতের শেষে যেমন সমাপ্তি চিহ্ন তেমনি এই পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইনের শেষেও রয়েছে সমাপ্তি চিহ্ন। এটি পাণ্ডুলিপির উপস্থাপনগত সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাপ্তি প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতিফলন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত *জ্ঞান-সাগর* পুথির একটি পাণ্ডুলিপি (সা. বি. ১৪৬)-এর কয়েকটি ফোলিওতে ডানদিকের খালি জায়গায় আড়াআড়িভাবে বাংলা অক্ষরে মালিকের নাম লেখা: "*এই পুস্তকের মালিক শ্রীআবদুল কাদের ফজর আলী সাং হুসাইন থানা পটিয়া জিলা চট্টগ্রাম*"। পুথির ভাষ্য এবং মালিকের নাম একই কালিতে লেখা। সাকিন উল্লেখ করতে গিয়ে 'থানা' ও 'জিলা' শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে পুথিটির মালিক উনিশ শতকের শেষ দিকের একজন ব্যক্তি।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলো বিচ্ছিন্ন এবং এক্ষেত্রে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন এ জাতীয় পাণ্ডুলিপির একটি সর্বাত্মক জরিপ। গবেষণার এ পর্যায়ে উপসংহার টানা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আজ থেকে দুই দশক আগেও নোকিয়া, সাজেম কিংবা মটোরোলা বাটন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বন্ধু বা প্রিয়জনকে পাঠানো ক্ষুদ্র বার্তা: kemon achen? Tumi kothay? Ami tomake bhalobashi?- এর সাথে জেন আলফার অনেকেরই পরিচয় নেই। এটিকে কি ইংরেজি লিপিতে বাংলা লেখরীতির প্রমাণ? উপস্থাপিত বিষয়ে থিবো দ্যুবে এবং আবদুল করিমের ব্যাখ্যা প্রায় সমধর্মী। পুথি অনুলিপি এই রীতি ছিল আরবি ভাষা, বৃহত্তর সামুদ্রিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং স্থানীয় পটভূমির যৌগিক মিশ্রণ। উপসংহার টানা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলা পুথি লেখা ও অনুলিপি করার ক্ষেত্রে আরবি লিপি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল বহুভাষিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং পুথিরীতিও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আরবি-ফারসি ভাষা ও লিপি বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক রীতি তৈরিতে বা নবরূপে বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলা পুথি (বাংলা কিংবা আরবি হরফে) অনুলিপি করার প্রয়োজন না থাকলেও ভাষাবিদ, লিপি বিশারদ, কিংবা জ্ঞান কাঠামোর বিবর্তনের অতীত অন্বেষী গবেষকদের এই রীতির কারণ অনুসন্ধানের জরুরত শেষ হয়নি। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সের দুনিয়ায় প্রাক আধুনিক বাংলার বিদ্যায়তনের প্রয়োজনে চর্চা কিংবা পুথিপাঠের সামাজিক রসমের জায়গা বেদখল হয়েছে ইবুক, ম্যাকবুক, পিডিএফ, পাওয়ার পয়েন্টসহ নানা হার্ডওয়্যার আর সফটওয়ারের কাছে। কবি আবদুল হাকিমের *মোহাম্মদ হানিফার লড়াই*-এর মত *জঙ্গনামা*, *মহব্বতনামা* কিংবা ইসলাম-বিষয়ক শাস্ত্রকথা পড়া কিংবা শোনার চেয়ে শর্ট রিল আর ফেসবুক ভাইরাল হওয়াটাই আসল ফায়েদা। তাই মান্যবর আবদুল হাকিমের সুরে ক্ষমার নিবেদন করে বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা হলো,

এবে শুন গুণীগণ বচন আক্ষার।
গুণিগণ স্থানে মাগি শত পরিহার।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি হই আক্ষি বালকচলিত।
নিজগুণে প্রভাবিত ক্ষেমিবা ইঙ্গিত॥

...

নিজগুণে আন দোষ লয়ন্ত সম্বরী।
যথাতে অশুদ্ধ তথা দেন্ত শুদ্ধ করি॥

চিত্র ১: *ফাতেমার সুরতনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

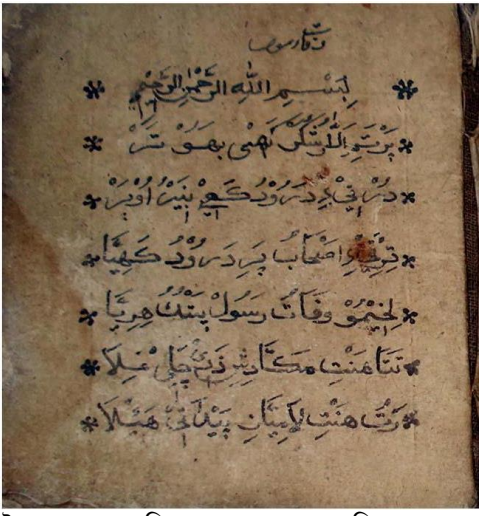

চিত্র ২: সৈয়দ সুলতান রচিত *ওফাতে রসূল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

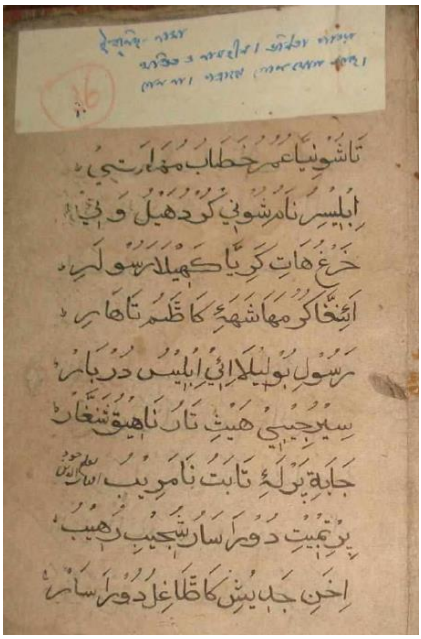

চিত্র ৩: সৈয়দ সুলতান রচিত *ইবলিশনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

চিত্র ৪: আবদুন নবী রচিত *কোরানের কায়দা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

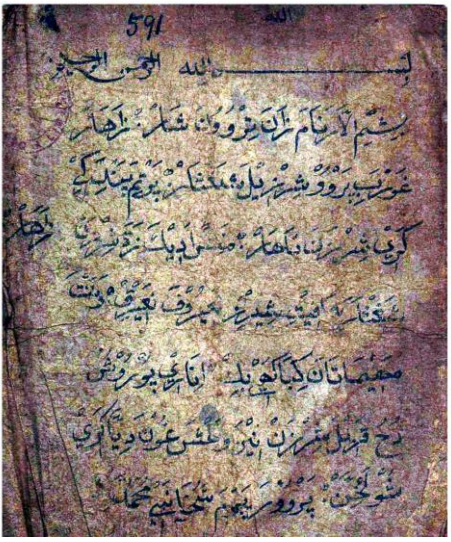

চিত্র ৫: অজ্ঞাত লেখকের *নিকাহ মঙ্গল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

চিত্র ৬: *মোহাম্মদ হানিফার লড়াই*, আরবি হরফে বাংলা পুথি (পত্র ১)।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

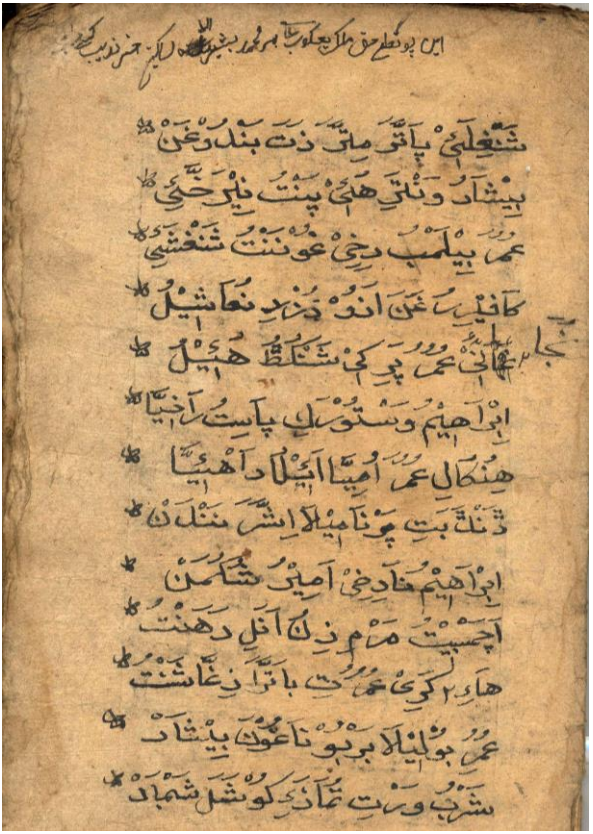

চিত্র ৭: *মোহাম্মদ হানিফার লড়াই*, আরবি হরফে বাংলা পুথি (পত্র ১৭)।
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)

কৃতজ্ঞতা

আমি বর্তমান প্রবন্ধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কাছে কৃতজ্ঞ। ওনারা সম্মান জানিয়ে আমাকে মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের চারশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনারের এই গবেষণার খসড়া প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন (৪ ডিসেম্বর ২০২৪, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি.)। এই প্রবন্ধের তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এমএ শ্রেণির শিক্ষার্থী) ও আবদুল্লাহ বিন আজাদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিএ ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী)। বাংলা একাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট পুথিগুলোর ফোলিওর চিত্র গ্রহণ ও ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তথ্যসূত্র

১ রাজিয়া সুলতানা, *কবি ও কাব্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)।

২ সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), ১৮৮-২১৪।

৩ এস এম লুৎফর রহমান, *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), ২৯১-৯৫।

৪ বিষয়টির নানাদিক বর্তমান গবেষক ইতোমধ্যে দেখার চেষ্টা করেছেন। দেখুন, শহিদুল হাসান, *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২০২০); '*ফাতেমার সুরতনামা*: পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ১২ (জুলাই ২০২১-জুন, ২০২২), ১৭৩-১৮১; 'ফাতেমার সুরতনামা: পাণ্ডুলিপি পাঠ ও বাংলা লিখনরীতি', *ইতিহাস প্রবন্ধমালা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩), ১৭৩-৮৮; 'সেমেটিক লিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপি: ভাষা বৈচিত্র্য এবং পাঠ্যাভ্যাস (আনু. ১৬১০-১৯৪৭ অব্দ)', আশফাক হোসেন এবং মোহাম্মদ আজম (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও উত্তরাধিকার*, (ঢাকা: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড স্যোশাল সাইন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৫), ১-৩০; থিবো দ্যুবে, 'দেশি বচনের বিস্মৃত পাঠ: আরবি হরফে বাংলা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি', *ভাবনগর*, খণ্ড ১২, সংখ্যা, ১৩-১৪, (২০২০), ১৪৪৮-৬২।

৫ Syeda Farida Parvin, *An Alphabetical Index of Bengali Manusripts (Abdul Karim Sahitay Bisarad's Collection, Part-III*), (Dhaka: Dhaka University Central Library, 2013).

৬ অর্ধশতাব্দী কাল আগে (১৯৭৪ সাল) তিনি কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা* কাব্যগ্রন্থটির পাঠ ও সম্পাদনা প্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *পাণ্ডুলিপি*র ৪র্থ সংখ্যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত (নং ২৫৪) পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পাদক আদর্শ পাণ্ডুলিপি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, দেখুন, আবদুল করিম, 'কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত শরীয়ত-নামা', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *পাণ্ডুলিপি*, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩-৩০৬।

৭ *প্রাগুক্ত*।

৮ *প্রাগুক্ত*।

৯ *প্রাগুক্ত*।

১০ Thibaut d`Hubert, *Meaningful Rituals Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal*, (Delhi: Primus Books, 2022).

১১ *প্রাগুক্ত*।

১২ শহিদুল হাসান, *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২০২০; '*ফাতেমার সুরতনামা*: পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ১২ (জুলাই ২০২১-জুন, ২০২২), ১৭৩-১৮১।

১৩ শের বাজ খান, *ফাতেমার সুরত নামা*, পুথি নং ৩৬৩, এমএস ১২৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

১৪ *প্রাগুক্ত*।

১৫ শেখ তনু, *ফাতেমার সুরত নামা*, পুথি নং ৩০৩, এমএস ১২৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

১৬ Abdul Karim, & Ahmad Sharif, *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1960), 132; বর্তমান গবেষক পুথিটির সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন, শহিদুল হাসান, *সকিনা-বিলাপ পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২০২৫; '*ফাতেমার সুরতনামা* : পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ১২ জুলাই ২০২১-জুন, ২০২২, ১৭৩-১৮১।

১৭ অজ্ঞাত, *সকিনা বিলাপ*, পুথি নং সা.বি. ১২৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

১৮ *প্রাগুক্ত*।

১৯ *প্রাগুক্ত*।

২০ *প্রাগুক্ত*।

২১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, *পুথির বিবরণ*, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২১), ৬৫-৬৬।

২২ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'সাহিত্যবিশারদের পুথি সংগ্রহ সম্পর্কে দু'চারটি কথা', মুহাম্মদ এনামুল হক এবং কবীর চৌধুরী (সম্পা.), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), ১৬৬।

২৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Origin and Developemnt of Bengali Language* গ্রন্থটিতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে থাকা আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলা লেখা পুথিগুলোকে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ভাষার ধ্বনিবিদ্যার জন্য মূল্যবান সূত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মধ্যেও এ ধরনের (পুথি নং ৮৭, ৯৯, ১২৪ এবং ২৭৮) বাংলা পুথি দেখেছিলেন, দেখুন, *Origin and Development of Bangla Language*, (Calcutta: Calcutta University Press, 1926), 229-31.

২৪ এস এম লুৎফর রহমান, *বাঙালা লিপির উৎস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), ২০৯।

২৫ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), ৩৫।

২৬ এস এম লুৎফর রহমান, *বাঙালা লিপির উৎস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), ২০৯।

২৭ আবদুল করিম,*আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিষয়: আলাওল)*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২৩), ৪০।

২৮ এস এম লুৎফর রহমান, *বাঙালা লিপির উৎস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), ২৪৭-৪৮।

২৯ *প্রাগুক্ত*, ২৪৮।

৩০ আবদুল করিম, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ৫০-৫১।

৩১ থিবো দ্যুবে, 'দেশি বচনের বিস্মৃত পাঠ : আরবি হরফে বাংলা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি', *ভাবনগর*, খণ্ড ১২, সংখ্যা, ১৩-১৪, (২০২০), ১৪৪৮-৬২।

৩২ *প্রাগুক্ত*।

৩৩ *প্রাগুক্ত*।

৩৪ জুমলা একটি আরবি শব্দ। এটি সাধারণত আরবি ব্যাকরণে বাক্য নির্দেশক।